

বন্ধুমহল সোসাইটির গঠনতন্ত্র

নামঃ বন্ধুমহল সোসাইটি 2009(BMS)

একটি বিজ্ঞানের গাউফর্ম

গঠনতন্ত্র

বিসমিল্লাহের রাহমানির রাহিম

১ম ভাগঃ সংগঠনের পরিচিতি

চট্টগ্রাম,বিভাগের কুমিল্লা,জেলার,তিতাস উপজেলার,জিয়ারকান্দি ইউনিয়নে জনকল্যাণমূলক বা আত্মোন্নততার সেবায় কাজ করার লক্ষ্যে,01-01-2009 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়..বন্ধুমহল সোসাইটি 2009

অনুচ্ছেদ-১

সংগঠনের নামকরণ এবং শ্লোগান:

এই সংগঠনের নাম..বন্ধুমহল সোসাইটি 2009 নামে অভিহিত হবে। সংগঠনের শ্লোগান হবে..মানবতার কল্যাণে পাশে আছি আমরা.

অনুচ্ছেদ-২

সংগঠনের ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য:

বন্ধুমহল সোসাইটি 2009 একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক,লাভজনক, বিজ্ঞানে গ্লাটফর্ম,এবং সামাজিক,গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমুখী সংগঠন।এই সংগঠন বন্ধুমহল সোসাইটি 2009 দ্বারা পরিচালিত হবে।যেহেতু এটি একটি বিজ্ঞানের গাটফর্ম,একটি বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বন্ধুত্বের সোসাইটি 2009,লিমিটেড কোম্পানি ও গ্রুপ অব কোম্পানি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।বন্ধুমহল সোসাইটি 2009 এর 10% লাভংশ বন্ধু মনব কলান ফাউন্ডেশনের জন্য খরচা থাকবে।

অনুচ্ছেদ-৩

সংগঠনের কার্যধারা:

কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গোপালপুর..গ্রামের/জিয়ারকান্দি ইউনিয়নের/ তিতাস উপজেলার/ কুমিল্লা জেলার/চট্টগ্রাম বিভাগের যে কোন জায়গায় স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।পরিবর্তিত সংগঠনের আর্থিক অবস্থার বিবেচনা সাপেক্ষে যে কোন সুবিধাজনক স্থানে নিজস্ব অথবা ভাড়া দেরা ভবনে সংগঠনের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হবে।তবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য একমত হতে হবে।অন্যকালে উপদেষ্টা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ-৪

কার্য এলাকা:

এই প্রতিষ্ঠানের কার্য এলাকা প্রাথমিকভাবে..... গ্রামে/ইউনিয়নে/উপজেলায়/জেলায়/বিভাগে সীমাবদ্ধ থাকবে।পরিবর্তিত আলোচনা আলোচনাক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং উপদেষ্টা পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কার্য এলাকা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ-৫

সংগঠনের লেগে/বিনোগ্রাহের বিবরণ:একটি গোলপিরের বিতরে মান্না খানে অড় করে BMS ও বন্ধু মহল সোসাইটি 2009 লিখা থাকবে।

অনুচ্ছেদ-৬

"1 সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য"

(১) এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের কল্যানমূলক কর্ম্য যা আমাদের সংগঠনের সকল সদস্যদের মধ্যে একা ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে।  
(৩) সকল সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।  
(০৪) প্রতি মাসের চাঁদা ১-১০ তারিখ এর মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের নিকট জমা দিতে হবে।  
(০৫) পূর্ব নির্ধারিত সভায় প্রত্যেকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।  
(০৬) সংগঠনের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করা কর্তব্য।  
(০৭) সকল সদস্য পরিছন্ন মনের ও সমমনা হয়ে সংগঠনের কার্য ও কর্মসূচির সাথে সম্মিলিতভাবে একমত সাপেক্ষ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতের সংগঠনের কোনরূপ প্রতিকূল প্রতিবেশ সৃষ্টি না হয়।  
(০৮) সংগঠনের সব ধরনের সংযোগ-সুবিধা, সুবিধা-অসুবিধা,অনুকূল ও প্রতিকূল যে কোন আইনি বাধা-বিপত্তি ও ক্রিয়াকলাপসহ সমুদয় মনের ও ঝুঁকি সকল সদস্য সমতাবে বহন করবেন।  
(০৯) সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব দেই দায়িত্ব দেয়া হবে সকল কাজে সতপুর্নভাবে পালন করতে হবে।  
(১০) গরীবদের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা।  
(১১)সেচ্ছায় রক্ত দান ও সামাজিক এবং শিক্ষা কর্মকাণ্ড ও পরিচালনা করা।  
(১২) এলাকাবাসির মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের প্রত্যয় সৃষ্টি করা।  
(১৩) এলাকার গরীব, অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া লেখা চালিয়ে যেতে সহায়তা বা উদ্ভুদ্ধ করা।  
(১৪) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ও সুজনশীলতার সর্বাধিক বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রেরাদিত ও সংগঠিত করা ও মেদাবী ছাত্র ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা।  
(১৫) রমজান মাসে অসহায় গরিবদের মাঝে ইফতারি সামগ্রী বিতরণ করা ও ইফতারি পাটি আয়োজন করা।  
(১৬) "সিদ উৎসব" দিনের আগের দিন অসহায় গরিবের মাঝে সিদ পাকেজ বিতরণ করা।  
(১৭) সামাজিক সবার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ সৃষ্টি করে সমাজ সচেতন নগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।  
(১৮) সামাজিক সংগঠনের প্রতিটি সদস্যকে কাজের মাধ্যমে সফল, স্বয়ংক্রিয় ও স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ক্ষমায়িত করা।  
(১৯) শিশু কল্যাণ এলাকার গরীব শিশু পরিবারদের অক্ষরদান দেয়ার জন্য গণশিক্ষা কেন্দ্র/পাঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা এবং দরিদ্র শিশুদের খেলাধুলার পোশা-পাশি সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত করলে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং বাল্যবিবাহ/বিভূক প্রথা রোধে সভা-সেমিনার ও গনসচেতনতা সৃষ্টি করা।  
(২০) সাধারণ মানসিকতা জুয়াড়ি,ব্যাতি ও অপরাধীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষে বিনোদন, গনচেতনতা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং কর্মসংস্থানে জীব উৎসাহ প্রদান করা।  
(২১) মানক মুদ্রা এলাকা গড়তে প্রশাননকে সহযোগিতা করা  
(২২) সমাজ বিমোহী কার্যকলাপ হইতে জনগণকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে চিত্র-মুনোদ ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।  
(২৩) যে কোন সেবামূলক কাজে জনগণকে উদ্ভুদ্ধ করা এবং জনগণকে সেবামূলক সেবাসহযোগিতা করা।  
(২৪) দেশের শ্রুভিক্ষ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে এগিয়ে যাওয়া।  
(২৫) ফুটবল, ক্রিকেট বেটমিল্টন টুর্নামেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

অনুচ্ছেদ-৭

কখনো যদি সংগঠন কোম্পানিতে রুপান্তরিত হয়।

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

শেয়ার মালিকগণ (Shareholders)

পরিচালনক পর্ষদ (Board of Directors)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (Managing Directors)

মহাব্যবস্থাপক (General Manager)

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি (Managing Agent)

কোম্পানির সচিব (Company Secretary)

বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাগণ (Departmental Managers & Officers)

সদস্য

1)

অনুচ্ছেদ- ৮

সদস্য ভর্তি শর্তাবলী/নিয়মানলি

১) বন্ধু মহল সোসাইটি 2009 এর মূল উদ্দেশ্যই হলো ক্ষুদ্র সঙ্কয় দ্বারা সাবলম্বি হওয়া তাই সদস্য হতে হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে সদস্য হতে হবে।  
2) সংগঠনের মেয়াদকাল 10 বছরের। অবশ্য 10 বছর পর সংগঠন বিলিপি ঘোষনা করা হবেনা।  
3) নোটারী পাবলিক থেকে স্ট্যাম্পের কয়ে,তাদের সকল সদস্যের নাম,ঠিকানা,সাক্ষর,মোবাইল নাম্বার ও নমনির নাম উল্লেখ থাকবে  
4) সদস্য হতে যা লাগবে পাসপোর্ট সাইজ ছবি 2 কপি,নমনির পাসপোর্ট সাইজ ছবি 2 কপি এবং জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্মনিবন্ধনের ফটো কপি  
5) এক জন সদস্য সংগঠনে শুধু মাত্র একটি পদ গ্রহন করিতে পারবেন।  
6) নিন জন হিসাব রক্ষক সংগঠনের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষন করবে। অর্থ সম্পাদক,সেক্রেটারী,ও সভাপতি। তারা চাইলে সদস্য রক্ষক ও নিয়োগ দিতে পারবে।  
7) কোনো সদস্য 10 বছরের আগে তার সদস্য পদ বাতিল করতে পারবে না। কেউ ইচ্ছে করলে 10 বছর পর তার সদস্য পদ বাতিল করতে পারবে।  
8) কোনো সদস্য সংগঠন হইতে টাকা ধার-দেনা,নিনে লিতে পারবে কি পারবে না। সে বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্তই চূরান্ত বলে গণ্য হবে।  
9) সংগঠনের লাভ লোকশাস সকল সদস্য সমান ভাবে বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন।  
10) কোনো একক সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবেনা।  
11) প্রত্যেক সদস্যকে 1 থেকে 15 তারিখের মধ্যে 1000 টাকা সঙ্কয় ফাঙ্গে তথ্য কাশিয়ায়রের নিকট জমা দিতে হবে। 15 তারিখের উর্দে 2য় মাস পর্যন্ত সময় ক্ষেপন করলে 50/- বিলম্ব ফি দিতে হবে।  
12) সদস্যদের সুসংস্থিত রাখার জন্য ব্যেকের জবর্তি একউল্টে টাকা রাখা রাখা হবে।  
13) কাশিয়ায়রে প্রতি মাসের টাকা প্রতি মাসের 20 তারিখ মধ্যে টাকা ব্যাংকে জমা করে দিবেন। জমাকৃত থ্রিপ গ্রুপে আপলোড দিবেন  
14) পূরণর তিন মাস সঙ্কয় টাকা জমা না দিলে,তার সদস্য পদ স্থগিত করা হবে। সদস্য পদ সচল করতে কমিটির সিদ্ধান্তই চূরান্ত বলে গণ্য হবে  
15) স্থগিত কৃত সদস্যদের সঙ্কয়কৃত টাকা সংগঠনের মেয়াদ তিন বছর শেষ হলে লাভাংশ ব্যতিত প্রদান করা হবে। মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সদস্য সঙ্কয়কৃত টাকা উঠোলনের জন্য কোনো প্রকার সামাজিক ও আর্থিক তবির করিতে পারবে না।  
16) সংগঠনের প্রয়োজনে পরিচালনা কমিটি কোনো সদস্যকে আহবান কিংবা মিটিং এ ডাক দেন তাহলে প্রত্যেক সদস্যর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক  
প্রবাসীদের জন্য আশেচানার বিষয়বস্ত জানানো হবে এবং গ্রুপে আপলোড দেয়া হবে।  
17) প্রতি বছর দি-উল ফিতর ও সি-উল আযহার পর 2টি সভা অনুষ্ঠিত হবে।  
18) পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত সর্বোত্তমভাবে কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।  
19) কোনো সদস্যের কারনে সংগঠনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত সদস্যকে বাতিল কিংবা স্থায়ীভাবে বহিস্কার করার ক্ষমতা সংগঠনের থাকবে।  
20) পরিচালনা কমিটি ব্যতিত কোনো সদস্য সংগঠনের অর্থ বিলয়গ করতে পারবে না।  
21) পরিচালনা কমিটি থেকে একটা স্ট্যাম্প দিতে হবে। যাতে তারা সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকে।  
22) পরিচালনা কমিটির মেয়াদ 2 বছর। দুই বছর পর আবার নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। এবং নতুন কমিটিকে সম্পূর্ণ হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে।  
23)এছাড়াও নতুন কোনো সদস্য দেখা দিলে পরিচলনা কমিটি সভা আহববান করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে সমাধান দিতে পারবেন।  
24) সংগঠনের সকল সদস্যের বিপদ-অপদে সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদসহ সবাই পাশে থাকার চেষ্টা করবে।

অনুচ্ছেদ-৯

সদস্যপদ বাতিল \*(সংগঠনের প্রকৃতি অনুসারে বেছে নিন)

ক) কোন সদস্যের বিরুদ্ধে দাষ্ট্র কিংবা সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।  
খ) সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী ও আর্থিক ক্ষতিস্র সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সদস্যপদ বাতিল হতে পারে।  
গ) সকল ক্ষেত্রেই কার্যকরী পরিষদের সর্বসম্মতি/ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।  
ঘ)কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে।  
ঙ)মৃত্যু হলে বা আনন্ডে তৈরিক অপরোধ অভিযুক্ত হলে।  
চ)কোন সদস্য প্রতিষ্ঠানের মাসিক চাঁদা একাধিকক্রমে ৩ মাস প্রদান না করলে।  
ক) গ্রহণযোগ্য কারন ছাড়া পর পর ৫টি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত না থাকলে।  
খ)প্রতিষ্ঠানের কাজে পর পর ৬ (ছয়) মাস নির্বাহী ও কর্মকর্তা হলে পড়বে।  
ট) সদস্যের স্বভাব, প্রচরন, মনোবৃত্তি ও কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী হলে।  
ঠ)পাগল ও ভ্রমাদ্রান হলে।  
ড) অনিচ্ছিত কর্তৃক ডেউলিয়া ঘোষিত হলে।  
ঢ) মাদ্রস্ত বিকৃতি ও নৈতিক স্থলনের কারণে ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হলে।  
ণ) সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসম্মতি হলে পড়বে।  
ত)অহবিল তদ্রুপ করলে এবং অবেধ চাঁদাবাজি করলে।  
ডাগঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজ করলে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বেচ্ছাচারী হলে।  
দ) সদস্যদের পক্ষ হয়ে সংগঠনের বিষয়ে কোন সদস্য পত্র-পত্রিকায়, সভা-সমিতি, সেমিনারে বিবৃতি প্রদানের পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমতি গ্রহণ না করলে।  
ধ) সংগঠনের ক্ষেত্রেই পরিষদের অসম্মতি/ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।  
ন) সদস্যদের নামে কোন সদস্য গঠনতন্ত্র বহির্ভূত ও অবেধভাবে চাঁদাবাজি ও জনগণের কাছ থেকে ভোশেশন/ অনুদান গ্রহন করলে।  
প) সংগঠনের কার্য এলাকা পরিত্যাগ করলে।  
ফ) সংগঠনের মূল্যবান রেকর্ডপত্র স্বেচ্ছাচারীভাবে কৃষ্ণিত করে সংস্থার কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে।  
ত) প্রাপ্তিকর্ত বা অনির্বাধ কারণে কোন সদস্যকে বহিস্কার করার এবং অভিযার সংগঠনের কার্যনির্বাহী এবং উপদেষ্টা পরিষদ সংরক্ষণ করবেন।

অনুচ্ছেদ-১০

পদ হতে ইস্তফা

ক)কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য অথবা যে কোন সাধারন সদস্যও ইস্তফা দিলে অবশ্যই তার কারণ উল্লেখ করে সভাপতি বরাবর পেশ করতে হবে।  
খ) সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সর্বসম্মতি ক্রমে সদস্যের পদত্যাগ পত্র গ্রহন কিংবা বাতিল করতে পারবেন। অবশ্য উপদেষ্টা পরিষদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটলে উপদেষ্টা পরিষদ নিজেই তার সমাধান করবে।

অনুচ্ছেদ-১১

সদস্যদের অধিকার

ক) সাধারণ সদস্যগণের ভোটাধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদানের অধিকারও সংরক্ষিত থাকবে।  
খ) সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক সাধারন সদস্যগণের মধ্য থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন করা হবে।  
গ)সংগঠন উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে সাধারণ সদস্যদের সর্বসম্মতি ও সুপারিশ পেশ করবেন বা মতামত প্রকাশ করবেন।  
ঘ)সাধারণ সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুমোদন করবেন :  
১. গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন/পরিমার্জন ও সংযোজন।  
২. বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন।  
৩. বার্ষিক হিসাব ও বাজেট।  
৪. কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন।  
৫. ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।

৩য় ভাগঃ সাংগঠনিক

অনুচ্ছেদ-12 কাঠামো

অন্যান্য

১.

অনুচ্ছেদ-১৪

সংগঠনের তহবিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী

নিম্নলিখিত ভাবে সংস্থার তহবিল সংগ্রহ করা যাবে:

ক) সদস্য ভর্তি ফি।  
গ) সদস্য চাঁদা।  
ঘ) এককালীন সদস্য চাঁদা।  
ঙ) কার্যনির্বাহী অনুদান ও কোন প্রকল্প হইতে আয় এবং ব্যয়ক, সংস্থা, ফাউন্ডেশন ও অর্থ লায়িকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তহবিল গ্রহণ।  
চ)কোন বিশেষ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের অনুদান।  
ট) সরকারী অনুদান।  
ঠ) সরকারের বিশেষ প্রকল্প অনুদান/ ঋণগ্রহণ।  
জ) যে কোন কাজে বিদেশী দান, অনুদান ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদ-১৫

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

ক) সংগঠনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এলাকাব্য পেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব খুলতে হবে।  
খ) উক্ত সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব নথ্য সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক এই তিন জনের মধ্যে যে কোন ২ জনের যৌথ স্বাক্ষরের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।  
গ) সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে অর্থ সম্পাদক চলমান খরচ নির্বাহের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হস্তমজুদ রাখতে পারবেন। হস্তমজুদের টাকা খরচের পর তা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।  
ঘ) আর্থিক বছর শেষে তহবিলের অর্থ বা জমাকৃত তহবিলের অর্থ সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। শুধুমাত্র সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কল্যাণমুখী, প্রাকৃতিক বৃক্ষ ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের কাজে খরচ করা যাবে।  
ঙ) সংগঠনের কাজে খরচ করা যাবে।  
জ) সদস্যদের প্রয়োজনীয় অর্থ খরচের পূর্বে উত্তোলনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।  
চ) সংগঠনের নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতে হাতে রাখা যাবে না। সংগৃহীত অর্থ প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিয়ে জমার রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।  
ছ) সকল ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

যথাযোগ্য রশিদ ছাড়া এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ব্যতীত এবং সংগঠনের নামে কোন চাঁদা গ্রহণ করা যাবে না।উপদেষ্টা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রশিদ বই, ক্যান বই,মজুদ রেজিস্টার,বিভিন্ন রেজিস্টার,জমাখরচ রেজিস্টার,বিল ভাউচার সহ আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ- ১৭

ঋণ পরিশোধ

সংগঠন কর্তৃক বিভিন্ন ব্যয়ক, অর্থলান্ধি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎস থেকে গ্রহনকৃত ঋণ পরিশোধ এর দায়দায়িত্ব সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বহন করবে।

অনুচ্ছেদ - ১৮

অভিভূত

ক) প্রতি ১ বছর পর পর সংগঠনের সকল আয় ও ব্যয় উপদেষ্টা পরিষদের নিকট দাখিল করা হবে।  
খ) উপদেষ্টা পরিষদ সংগঠনের আয় ব্যয় নির্বাহার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করবেন। সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ সাধারণ সদস্যদের মধ্যে থেকে ০ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নিরীক্ষা কমিটি গঠন করবে।  
গ) অভিভুক্ত ব্যক্তির বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পরিষদের অর্থ নিরীক্ষা করবে। প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির সদস্য রবাবল করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ-১৯

বিবিধ

নির্বাহী পরিষদের বিবেচনায় সংগঠনের কর্মকর্তা পরিচালনায় সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য কোন সদস্য/কর্মকর্তা দেওয়ানী/ফৌজদারী মোকদ্দমার সম্মুখীন হলে সংগঠন তাকে আর্থিক সহায়তা সহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবে।

৪র্থ ভাগঃ সভা ও নির্বাচন

অনুচ্ছেদ-২০

বিভিন্ন প্রকার সভা ও সভার নিয়মাবলী :

ক) সাধারণ সভা।  
খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা।  
গ) জরুরী সভা।  
ঘ) বিশেষ সাধারণ সভা।  
ঙ) মূলতন্ত্রী সভা।  
চ) তলবী সভা।

সাধারণ সভা :

কমপক্ষে বছরে একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং উহা বার্ষিক সাধারণ সভা রূপে গণ্য হবে। তবে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাবে। সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুমোদন লাভ করবে। সাধারণ সভা ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে আহবান করা হবে।  
১। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন।  
২। বার্ষিক বাজেট ও হিসাব।  
৩। বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের আয় ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ অভিটের জন্য অভিটর মনোনয়ন করা হবে।  
৪। সভার পরিদ্রান্ত মোট সদস্যের ন্যূনতম ১/৩ অর্থাৎ পরিদ্রান্ত উপস্থিত কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা :

১। বৎসরে কমপক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদের ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হবে।  
২। ন্যূনতম ৩ দিন পূর্বে সময়, তারিখ ও স্থান উল্লেখকৃত সভার নোটিশ জারী করিতে হবে। ন্যূনতম ১/২ অংশ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

জরুরী সভা :

জরুরী সভা ০ (তিন) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে আহবান করা যাবে। মোট সদস্যদের ন্যূনতম (দুই তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

বিশেষ সাধারণ সভা :

যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ সভা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নোটিশে আহবান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ একজ্ঞা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বিশেষ একজ্ঞার উদ্দেশ্য নিম্নবর্ণিত করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যদের ন্যূনতম ১/৩ অংশের মধ্যে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

মূলতন্ত্রী সভা :

১। কোরামের অভাবে মূলতন্ত্রী সাধারণ সভা মূলতন্ত্রীর তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। মূলতন্ত্রী সভার তারিখ হতে ৬ (সাত) দিনের মধ্যে নোটিশ জারী করতে হবে। অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোট সাধারণ পরিষদ সদস্যদের ন্যূনতম (দুই তৃতীয়াংশ) এর সিদ্ধান্তক্রমে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।  
২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ০ (তিন) দিনের নোটিশে কোরামের অভাবে মূলতন্ত্রী সভা আহবান করতে পারবে। মোট সদস্যদের ন্যূনতম ১/২ অংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। তলবী সভা সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের আহবান করতে হবে।

তলবী সভা :

১। গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সভা আহবান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যদের ন্যূনতম (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য- একজন আবহায্যক মনোনীত করে বিশেষ সাধারণ সভার কর্মসূচীর এজেন্ডা বা উদ্দেশ্য ব্যতী করে স্বাক্ষর দান করতঃ তলবী সভার আহবান সংগঠনের সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের কাছে জমা দিতে পারবেন।  
২। সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহবান করা যাবে। তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক তলবী সভা আহবান না করলে ২১ (একুশ) দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সাধারণ সদস্যগণ আহবানকর নেতৃত্বে তলবী সভা আহবান করতে পারবে। মোট সদস্যদের (দুই তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। তলবী সভা সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের আহবান করতে হবে।

অন্যান্য অন্তুষ্ঠানাদি:

সম্ভব হলে বহুদে একটি বনভোজন,সেমেলন,মিলনমেলা, নবীন বরণ, ইফতারি সৃষ্টিই অন্তুষ্ঠানাদির মূল লক্ষ্যে আয়োজন করা যাবে। তবে পারস্পরিক পরিচিতি, সৌহার্দবোধ,বন্ধন এবং ভ্রাতৃত্বভবে সৃষ্টিই অন্তুষ্ঠানাদির মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ-২১

নির্বাচন পদ্ধতি

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ : সাধারণ সদস্যগণের প্রস্তাবনা, সমর্থন ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে/সদস্যদের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হবে।সদস্যগণের প্রত্যেক ভোটারের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবে।অতঃপরে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে পূর্বসূ কমিটি ঘোষণা করবেন।  
খ) সভার : নির্বাচিত বা মনোবাঞ্ছিত হওয়ার দিন হতে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদ পর্যন্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল বলবৎ থাকবে।

অনুচ্ছেদ-২২

নির্বাচন কমিশন

সংস্থার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না ও সংস্থার সদস্য নলন এমন ০ (তিন) জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে ১ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ২ জনকে সদস্য করে উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক ০ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হবে।

অনুচ্ছেদ-২৩

ভোটের প্রণালী :

এক ব্যক্তি একটি পদে একটি করে ভোট প্রদান করবেন এবং কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে না। নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবেন। নির্বাচন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ-২৪

বিবিধ

(ক) যেকোনো সদস্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে।

(খ) একজন সদস্য একই সাথে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য মনোনয়ন পেতে পারবে। তবে যদি দুটি পদেই একই ব্যক্তি জয়লাভ করে তবে, উক্ত ব্যক্তির পছন্দের পদটি তাকে দেয়া হবে। এবং অন্য পদের জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হয়ে যাবেন।  
(গ) কোনো পদের বিপরীতে একের অধিক প্রার্থী না পাওয়া গেলে তিনিই বিনা ভোটে নির্বাচিত হবে, কিন্তু কার্যনির্বাহী পরিষদ চাইলে যে কোনো সদস্যকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিবে। এবং ঐ সদস্য তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।  
(ঘ)কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ১০ (দশ) বছর। তবে অনির্বাধ কারণে নির্বাচন আয়োজনের সম্ভব না হলে উপদেষ্টা পরিষদের কার্যকরী যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

৫ম ভাগঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন,আইনের প্রাধান্য এবং সংগঠনের বিলুপ্তি

অনুচ্ছেদ-২৫

গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিমার্জন এবং সংযোজন

(ক) গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কোনো অনুচ্ছেদ/ধারা বা উপ অনুচ্ছেদ/উপ বিধি সংশোধন, সংক্ষেপণ অথবা পরিমার্জনের





**BMS**

**বন্ধু মহল সোসাইটি**

স্থাপিত- 2009